দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ক্যাডেট কলেজ সম্পর্কে প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ

গত ৮-৮-৯৩ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের 'শিক্ষাঙ্গন' কলামে 'শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষা বৈষম্য' শিরোনামে ডাঃ এ, আর, সিদ্দিকী ক্যাডেট কলেজগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতির অনুমানসুলভ 'শোনা-যায়'মূলক বক্তব্য পেশ করে পুরানো গুজবকেই নতুন করে চাঙ্গা করলেন।

আপনার অভিযোগ— 'লিখিত পরীক্ষায় নির্ধারিত ৩ ঘন্টার স্থলে সাড়ে ৩ ঘন্টায় পরীক্ষা গ্রহণ'। একজন প্রাপ্তমনস্ক সচেতন ক্যাডেট হিসেবে আপনার এই অযৌক্তিক বক্তব্যের দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ জানাই। কোথায় পেলেন— এ সংবাদ। এমন ভয়ানক মিথ্যা বক্তব্য পেশ করার আগে বলে নিলেই পারতেন। ঘটনাটা কোথায়— কবে ঘটেছে। দুর্নীতির সুচিহ্নিত জায়গাটা চিনতে পারলে, জনগণ হয়তো সোচ্চার প্রতিবাদ করতে পারতেন। সরকারও হয়তো সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা পারেননি।

আপনি অভিযোগ করেছেন, অংক পরীক্ষার সবগুলো অংকের উত্তর বলে দেয়ার সম্ভাবনার কথা। আপনি আসলে ক্যাডেট কলেজগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে পুরাপুরি ওয়াকিবহাল নন। আমাদের পরীক্ষার হলে দু'জন থাকেন External। অন্য দু'জন কিংবা একজন থাকেন কলেজেরই শিক্ষক। তাও যে দিন যে পরীক্ষা, সে দিন সে বিষয়ের শিক্ষক থাকেন না। তা হলে অংকের সমাধান কিংবা উত্তর কি একজন বাংলা অথবা ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করবো। Chemistry-র জটিল ফর্মূলা একজন ইসলামিয়াতের শিক্ষকের কাছে জানার চেষ্টা করবো। এখানে বাইরে থেকে সাহায্য আসার মতো ধারণা অমূলক।

আপনি আরও অভিযোগ করেছেন, প্র্যাকটিক্যাল ১০০% নম্বর প্রাপ্তির কথা। আপনি হয়তো জানেন না, এটুকু অর্জন করতে সারা বছরে কি খাটুনি আমাদের খাটতে হয়। দৈনন্দিন এত ব্যস্ততার মাঝেও সবটুকু নিজের হাতে করা, পরীক্ষার হলে এত কাটা-ছেঁড়া, পর্যবেক্ষণ, অংকন, লিখন পাশাপাশি Viva-র ১০/১৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়ে যায়। বিনিময়ে এ নাম্বারটুকু কি আমাদের প্রাপ্য নয়?

পরিশেষে বলবো, এ ধরনের দুর্নীতি ও অসংলগ্ন কলেজপ্রীতির সঠিক প্রমাণ যদি দিন-ক্ষণ-অবস্থানসহ কারো হাতে থাকে, তবে এগিয়ে আসুন— প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে। আমরা এ ক্যাডেটরাও সেদিন আপনাদের সাথে এক কাতারে মিলে যাব।

—ক্যাডেট হাসান, কক্ষ নং-৫৭৪,
সোহ্‌রাওয়ার্দী হাউস,
বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।